ড. মিল্টন বিশ্বাস
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ
ফোকলোর

১.১ ফোকলোর কী?

ফোকলোর হচ্ছে একটি জাতির সমষ্টিক জ্ঞান ও অভিব্যক্তির ফসল। oral Tradition বা মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে যুগপরম্পরা তা প্রবাহিত হয় এবং বৃহত্তর জনসমাজের স্মৃতি, শ্রুতি, অভিজ্ঞতা ও অনুকরণের আলোকে যুগে যুগে তা চিরঞ্জীব হয়ে থাকে। দেশের বৃহত্তর জাতীয় সংস্কৃতির একটি অবিভাজ্য মৌলিক অংশ হচ্ছে ফোকলোর। জাতির ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা তার মানসিক গঠন, জাগতিক ও পারত্রিক দৃষ্টিকোণ চিন্তা-চেতনার ক্রমবিবর্তন, সমাজ মানস, সামাজিক মূল্যবোধ, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, জাতীয় অভিজ্ঞতা, সাংস্কৃতিক পরিচয়, অকৃত্রিম আদিম প্রবণতা, তার ভাষা জীবিকা, জৈবিক ও আত্মিক ক্রমবিকাশ তথা একটি জাতির জীবনধর্ম ও জীবনানুষঙ্গীয় বিষয়াবলির সার্বিক পরিচিতি ফোকলোরের মধ্যে নিহিত থাকে।[১]

ফোকলোর সম্পর্কে সাধারণ একটি ধারণা প্রচলিত আছে, ফোকলোর কেবল নিরক্ষর লোকের সংস্কৃতি। সেই সঙ্গে এমন ধারণাও প্রতিষ্ঠিত যে, ফোকলোরের সঙ্গে শিক্ষিত লোকের তেমন কোনো সম্পর্কসূত্র নেই। সম্ভবত এমনই ধারণাগত কারণে লিখিত সাহিত্যের সঙ্গে ফোকলোরের এবং ফোকলোরের সঙ্গে লিখিত সাহিত্যের সম্পর্ক বিচারের তেমনভাবে বিবেচনা করা হয় না। কিন্তু বিশ্বজুড়ে যখন শিক্ষার প্রসার ঘটতে শুরু করে তখন স্বাভাবিকভাবেই ফোকলোরের সঙ্গে শিক্ষিত লোকের সম্পর্ক সূত্র রচিত হতে থাকে এবং একই সঙ্গে ফোকলোরের বহু উপাদান যেমন লিখিত সাহিত্য আত্তীকৃত হতে শুরু করে–ঠিক তেমনি লিখিত সাহিত্য কাব্য-গীতিকা, উপাখ্যান-উপন্যাস ইত্যাদি উপাদানও ফোকলোরের আত্তীকৃত হয়।

ফোকলোর শব্দটির দুটি অংশ–'ফোক (Folk)' এবং 'লোর (lore)।' ফোক : শব্দটি অর্থ লোক বা সাধারণ জনগণ এবং 'লোর' শব্দটির অর্থ ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা বা জ্ঞান। বিস্তৃত অর্থে ফোকলোরকে জনগণের সমবেত সৃষ্টি বলা হয়। গবেষকের মতে, ফোকলোরের মধ্য দিয়ে জনমানসের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।[২]

'ফোক' এবং 'লোর' এই দুটি শব্দের সংজ্ঞার দিকে দৃষ্টি রেখে কেউ কেউ বলেছেন, ফোকলোর বিশেষ বিশেষ দলীয় মানুষের ঐতিহ্য থেকে সৃষ্টি লাভ করে–তারা শহরেই বাস করুক অথবা গ্রামেই থাকুক। এই দলীয় মানুষের আচার-ব্যবহার, চালচলন, ভাষা, জীবনব্যবস্থা, জীবিকা এবং ঐতিহ্য যদি একই হয় তবে তাদের সৃজিত ফোকলোর একই ধাঁচের হবে। ভাষা, জীবনব্যবস্থা, জীবিকা এবং ঐতিহ্য ইত্যাদি সংস্কৃতিতে যেমন প্রতিফলিত হয় সংস্কৃতির বিশিষ্টতম অঙ্গ ফোকলোরেও তেমনি এদের প্রতিফলন ঘটে। কিন্তু গবেষকের মতে, ফোকলোর সৃজনের বেলায় শুধুই দলীয় বা সমবেত প্রয়াস নয়, ব্যক্তিগত প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব ও অভিরুচিরও গুরুত্ব রয়েছে।[৩] ডক্টর মযহারুল ইসলাম বলেছেন ফোকলোর এক একটি মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টি, যারা একই

ভৌগলিক পরিবেশে বাস করে, যাদের জীবনব্যবস্থা, ভাষা, জীবিকা ও ঐতিহ্যের অবলম্বন একই সূত্রে গ্রথিত। ফোকলোর সাধারণ মানুষের সৃষ্টি, অশিক্ষিত মানুষ মুখে মুখে এগুলোর সৃষ্টি করে– তা যেমন দলগতভাবে সমবেত প্রয়াসে তেমনি ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তিগত প্রয়াসেও সৃজিত হয়– মুখে মুখে তা প্রচারিত ও হস্তারিত হয়– পূর্বপুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষে, এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতিতে এক দেশ বা মহাদেশ থেকে অন্য দেশ বা মহাদেশে।[৪]

একটি লোকগোষ্ঠী বা আকাঙ্ক্ষা দেশের বিভিন্ন ভৌগলিক পরিমণ্ডলে অবস্থিত মানুষের সামাজিক জীবন ও জাতীয় জীবনের কর্মকাণ্ড, তার ধ্যান- ধারণা, তার চিন্তা-চেতনা, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, তার উচ্ছ্বাস, তার আত্মরক্ষা, তার জীবনযুদ্ধ, তার বিশ্বাস, তার আচার-ব্যবহার, তার ঘর-গৃহস্থালীর জন্য প্রয়োজনীয় আসবাব। তার নৃত্য তার শিল্পকলা, তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, তার সংস্কৃতির গতিশীলতা, জীবনের জয়-পরাজয়, জীবনের বস্তুগত ও অবস্তুগত চাহিদা, তার ঐতিহ্যের ভিত্তি যা পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্যে ও গতিশীল বিকাশমান, তার ব্যবহারিক প্রয়োজন ও বিনোদনের শিল্পময় প্রকাশ, তার জীবন যাপনের এ জীবন সংগ্রামের সর্বমোট পরিচয়ের মানবিক সংবেদনশীলতার বাঙ্ময় প্রকাশ হচ্ছে ফোকলোর। অর্থাৎ ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান যখন জনসাধারণের মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয় তখনই তাকে ফোকলোর বলা যায়।

১.২ ফোকলোরের সংজ্ঞা

লোকসাধারণের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ও মানবিক সংবেদনশীলতার প্রকাশ ফোকলোর। অনেক সময় শুধু ফোক (Folk) শব্দটিকে, যার অর্থ জনগণ বা সাধারণ মানুষ, ভিত্তি করেই ফোকলোরের সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে, লোর (lore) বা Traditional Learning অস্বীকৃত হয়। এই মত সমর্থন করলে বলতে হয় যে, ফোকলোর শুধু কৃষক, মজুর, নাপিত, কামার, কুমার, ধোপা, জোলা, কলু, তাঁতি, ডোম প্রভৃতি নিম্নশ্রেণির নিম্নবৃত্তির, নিম্নবিত্তের এবং বিশেষভাবে পল্লীবাসীদের দ্বারাই সৃজিত, লালিত ও হস্তান্তরিত হয়– শিক্ষিত, উচ্চশ্রেণির এবং শহুরে মানুষের মধ্যে এর কোনো প্রবেশাধিকার নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই এক সময়ে বলা হতো যে, ফোকলোর কেবল অতীতের সৃষ্টি– বর্তমানকালে এর সৃষ্টিকর্ম সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। ফলে ফোকলোর ধীরে ধীরে বিস্মৃতির অতলে ডুবে যাচ্ছে এবং একদিন পৃথিবী থেকে ফোকলোরের সব উপাদান অবলুপ্ত হবে। কিন্তু এসব কথাও সত্যি নয়।

অন্যদিকে ফোক এবং লোর এই দুটি শব্দের সংজ্ঞার দিকে দৃষ্টি রেখে কেউ কেউ বলেছেন যে, ফোকলোর বিশেষ বিশেষ দলীয় মানুষের ঐতিহ্য থেকে সৃষ্টি লাভ করে– তারা শহরেই বাস করুক অথবা গ্রামেই থাকুক। এই দলীয় মানুষের আচার-ব্যবহার, চালচলন, ভাষা, জীবন ব্যবস্থা, জীবিকা এবং ঐতিহ্য যদি একই হয় তবে তাদের সৃজিত ফোকলোর একই ধাঁচের হবে। ভাষা, জীবনব্যবস্থা, জীবিকা এবং ঐতিহ্য ইত্যাদি সংস্কৃতিতে যেমন প্রতিফলিত হয়, সংস্কৃতির বিশিষ্টতম অঙ্গ ফোকলোরেও

তেমনি এদের প্রতিবিম্বন ঘটে। তবে ফোকলোরের সৃজনের বেলায় কেবল দলীয় বা সমবেত প্রয়াস নয়, ব্যক্তিগত প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব ও অভিরুচিরও গুরুত্ব আছে।

যাঁরা কেবল ফোকলোর বলতে লোকসাহিত্যকেই বুঝে থাকেন, তাঁরা মৌখিক ঐতিহ্যের উপরে জোর দেন। বিখ্যাত পণ্ডিত বেসকম্ তাই তাঁর সংজ্ঞায় বলেন Verbal Art অর্থাৎ মৌখিক শিল্প।[৫] বিভিন্ন লোককলাবিদ। 'ফোকলোর'- এর বিভিন্ন সংজ্ঞা উদ্ভাবন করেছেন। আলোচনা ও মতভেদের ব্যাপকতার কারণে ফোকলোরের সংজ্ঞার সংখ্যাও হয়েছে অসংখ্য। ১৯৪৯ সালে এডওয়ার্ড মারিয়া লীচ (Edward Maria Leach) কর্তৃক সম্পাদিত ফোকলোরবিষয়ক বিখ্যাত standard Dictionany of Folklore, mythology and legend (SDEML) গ্রন্থে ফোকলোরের একুশটি সংজ্ঞা সংকলিত হয়েছে। বস্তুতঃ, ফোকলোর-এর সেইসব সংজ্ঞায় অনিবার্যভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যও।

ফোকলোরের কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখিত হলো–

(ক) Folklore may refer to types of barns, bread, molds or quilts to orally inherites tales, songs, sayings and beliefs and also to village festivals, house hold customs and rituals (R.M Dorson, American Folklore).[৬]

(খ) Folklore is the generic to designate the customs, beliefs, tales, traditions, magical practices, proverbs songs etc. in short the accumulated knowledge of a homogenous unsophisticated people. All aspect of Folklore, probably originally the product or individuals, are taken by the Folk and put through a process of creation which through constand variation and repitition become group product (Edward Leach).[৭]

(গ) In Anthropological usage, the term Folklore has come to mean myths, legends, folktales, proverbs, riddles, verse and a variety of other forms of artistics expression whose medium is the spoken word (Willium R. Bascom).[৮]

ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক All India Science congress-এর হীরক জয়ন্তী অধিবেশনে (১৯৭৩) উপস্থাপিত এবং ভারতীয় প্রেক্ষাপটে গৃহীত ফোকলোরের সংজ্ঞাটি হচ্ছে–

ফোকলোর লোকায়ত সংহত সমাজের সমষ্টিগত প্রয়াসের জীবনচর্চা ও মানসচর্চার সামগ্রিক কৃতী, যা মূলত তথাকথিত আদিম সমাজের অমার্জিত সাংস্কৃতিক প্রয়াস ও অগ্রবর্তী সমাজের সুমার্জিত বিদগ্ধ সংস্কৃতি অপেক্ষা কম বেশি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র।[৯]

ড. ওয়াফিল আহমদ SDFML-গ্রন্থে সংকলিত একুশটি সংজ্ঞা এবং ফ্রান্সিস লী আটলি কর্তৃক উক্ত সংজ্ঞা থেকে বিশ্লেষণকৃত ফোকলোর-এর পাঁচটি শব্দ অবলম্বনে নিম্নবর্ণিত সংজ্ঞা নিরূপণ করেন–

একটি সংহত সমাজের মানুষ পূর্ব পুরুষের কাছ থেকে মুখে মুখে বা হাতে-কলমে লব্ধ জ্ঞানের এবং স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে ঐতিহ্যনির্ভর যা কিছু সৃষ্টি করে, তাকেই লোককলা বলা হয়।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশের বিশিষ্ট লোকবিজ্ঞানী ড. মযহারুল ইসলাম ফোকলোরের সামগ্রিক বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক নিম্নলিখিত সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছেন–

লোকসংস্কৃতি (Folklore) বলতে আমরা একদিকে যেমন জনগণের পরিচালিত সৃষ্টি বা ঐতিহ্যকে বুঝতে চেষ্টা করতে পারি অন্যদিকে তেমনি জনজীবনের ব্যাপক পরিধিকেও–যার মধ্যে রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, উৎসব-পার্বণ, খেলাধূলা ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করা চলে। সমাজ বিজ্ঞানী ও নৃতত্ত্ববিদদের মতে অবশ্য লোকসংস্কৃতি আরো ব্যাপক অর্থাৎ জনজীবনের ও সমাজের সামগ্রিক জীবনাচরণ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের বিচিত্র জীবনের সামগ্রিক প্রতিফলন ঘটে লোকসংস্কৃতিতে।[১০]

বস্তুত, ফোকলোর হচ্ছে একটি সংহত সমাজের ঐতিহ্যগতভাবে সৃষ্ট চিন্তা, বাক ও ব্যবহারিক চর্চার বহিঃপ্রকাশ এবং সামগ্রিক জীবন প্রবাহের নন্দিত প্রতিফলন।

১.৩ ফোকলোরের বাংলা প্রতিশব্দ

ফোকলোর শব্দটি ইংরেজি শব্দের অপরিবর্তিত রূপ। ইংরেজি Folkore শব্দটিকে বাঙলা প্রতিশব্দে রূপান্তরের নিরন্তর প্রয়াস চলছে বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে। উইলিয়াম জোন থম্‌পস্ নামক জনৈক ইংরেজ পণ্ডিত ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ অশিক্ষিত গ্রামীণ জনসাধারণ বা আম-জনতার ঐতিহ্যনির্ভর সংস্কৃতিকে বোঝানোর জন্য প্রথম Folk-Lore এভাবে শব্দটি ব্যবহার করেন।[১১]

'ফোক' শব্দটির অর্থ লোক। লোক অর্থে মানুষজনও বোঝায়। মানুষজন বলতে এখানে বুঝতে হবে একাত্মক সম্প্রদায় কোনো শ্রেণির মানুষ, এক সংহত আত্মজ আদিবাসীগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠীর বা লোকসমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মূলত বংশ পরম্পরায় এক অবিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক ধারায় প্রবাহিত।

'লোর' শব্দটি ঐতিহ্যানুগ এবং প্রাক্ বৈজ্ঞানিক স্তরের লোকজ্ঞান বা অভিজ্ঞতালব্ধ জীবন-দর্শন ও সৃজনশীল কৃৎকৌশলকে বোঝায়। 'লোর' অর্থে মূলত সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মকে বোঝায়। ভারতীয় ভাষায়, 'ফোকলোর' এই যৌগিক শব্দটির স্বীকৃত নিম-প্রতিশব্দ লোকসংস্কৃতি। ড. দুলাল চৌধুরী বলেছেন–

"ইংরেজির 'ফোকলোর' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটিকে আমরা গ্রহণ করতে পারি। 'ফোক' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 'লোক'। আর 'লোর' শব্দের যদি অর্থ জ্ঞান প্রজ্ঞা ঐতিহ্য হয় কালচার শব্দের মধ্যে মানুষের সর্বব্যাপ্ত ক্রিয়াকর্ম, চিন্তাচৈতন্য, সৃষ্টিকৃষ্টি সবকিছুই বিধৃত হয়ে থাকে। দুর্বার জীবন প্রবাহে মানুষ সমাজের জন্য অসংখ্য কল্যাণমূলক সৃষ্টিকর্মে নিজেকে নিযুক্ত রাখছে। এই নব নব সৃষ্টির ফল ও কর্ষণের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মানুষের চিন্তা, চেতনা, আর চিন্তা-চেতনার অলক্ষ্য ফলগুধারায় দর্শন ও জ্ঞান উদ্ভূত হচ্ছে। অতএব 'লোর' ও কালচার বিচ্ছিন্ন কোনো

মনন নয়। লোককে যদি শুধু ঊর্ধ্বায়িত চৈতন্য মনে করা হয়, তবে মানব সমাজের তাবৎ জৈবক্রিয়ার প্রতি অবজ্ঞাই প্রদর্শন করা হয়। জৈবচেতনার চরম পুষ্পিত প্রকাশ হলো প্রাজ্ঞ মনস্কতা। তাই সংস্কৃতি সর্বাতিবিস্তৃত ও সর্বত্রগামী। সংস্কৃতি লোককে আত্মস্থ করেই বিকশিত।[১২]

'ফোকলোর'-এর প্রতিশব্দ নির্মাণে বিশেষজ্ঞগণ শব্দ বিশেষকে নির্বাচন করে বারবার ব্যবহারে তাকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সচেষ্ট হননি, বরং প্রায় সবাইই ভিন্ন ভিন্ন প্রতিশব্দ–নির্মাণ ও স্বকীয় প্রতিশব্দ ব্যবহারে তৎপর হয়েছেন এবং কার্যত প্রায় সবাইই 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটি পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করে প্রতিশব্দ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্টতায় উপনীত হতে সংশয়ের সৃষ্টি করেছেন।

বাংলা ভাষায় 'ফোকলোর' শব্দটির প্রতিশব্দ বা পরিভাষা সৃষ্টির প্রভূত প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে একটি দীর্ঘ তালিকা প্রণয়ন করা সম্ভব। নিম্নে কয়েকটি প্রতিশব্দ উল্লিখিত হলো–

ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়	:	লোকযান
ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য	:	লোকশ্রুতি
ড. বাসুদেব শরণ আগরওয়ালা	:	লোকবার্তা
রাম নরেশ ত্রিপাঠি	:	গ্রাম্যসাহিত্য
কেশরী নারায়ণ শুক্ল	:	লোকবাঙ্ময়
ড. মযহারুল ইসলাম	:	লোকলোর
অরুণ রায়	:	লোকায়ন
ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক	:	লোকচারণা
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	:	লোক বিজ্ঞান
রামপ্রসাদ চন্দ	:	লোকবিদ্যা
ড. সুকুমার সেন	:	লোকচর্যা
ড. কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়	:	লোকসংস্কৃতি
ড. প্রফুল্লা দত্ত গোস্বামী	:	জনসাহিত্য
ড. আনোয়ারুল করীম	:	লোক ঐতিহ্য
শঙ্কর সেনগুপ্ত	:	লোকবৃত্ত
ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়	:	লোককৃতি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	:	লোকযাত্রা/লোককৃষ্টি
ড. মুহম্মদ এনামুল হক	:	লোকবিদ্যা
ড. আশরাফ সিদ্দিকী	:	লোকসংস্কৃতি
ড. ওয়াকিল আহমদ	:	লোককলা
আব্দুল হাফিজ	:	লোক ঐতিহ্য

প্রকৃতপক্ষে 'ফোকলোর'-এর পরিভাষা-নির্মাণে সমস্যা হয়েছে 'লোর' শব্দের প্রতিশব্দ নিয়ে। 'ফোকলোর' শব্দের দ্বিতীয়াংশ 'লোর'-এর পরিভাষা বিষয়ে বিভিন্নজন বিভিন্নরূপ শব্দচয়ন করেছেন, যার মধ্যে– যান-বিদ্যা-অয়ন-বৃত্ত-শ্রুতি-বার্তা-চর্যা-বৃত্ত-কৃতি প্রভৃতি প্রধান। স্যাকসন ভাষার যৌগিক শব্দ ফোকলোর শব্দের প্রতিশব্দ নির্মাণে 'ফোক' ও 'লোর' শব্দদ্বয়ের সম্মিলনে যে– শব্দসঙ্গ অভিব্যক্তি লাভ করে। প্রত্যাশিত পরিভাষা অন্বেষণে তা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। সর্বোপরি লোকসংস্কৃতি শাস্ত্রের পরিমণ্ডলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তাৎপর্যে–Folkways, Folklife, Folksay, Folklife Science, Science of Folklore প্রভৃতি শব্দসমূহের উদ্ভব ও ব্যবহারের প্রসঙ্গ এবং স্মরণে রাখা কর্তব্য।

Lore শব্দটির উৎস মূল প্রাচীন টিউটনিক ভাষায় প্রোথিত, যার অর্থ জ্ঞান বা জ্ঞান আহরণ। প্রাচীন ইংরেজিতে শব্দটি ছিল LARE, জার্মান ভাষায় LEHRE এবং ডাচ ভাষায় LEER যার মৌল অর্থ জ্ঞান। বিবর্তনের ধারায় শব্দটির অর্থ ভিন্নরূপে বিন্যস্ত হয় এবং ফোকলোর অভিধায় wisdom of the Folk/Learning of the people বা লোকজ্ঞান অর্থ নির্দেশিত হয়। কালক্রমে লোকসংস্কৃতি শাস্ত্রের পরিমণ্ডলে ও শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় 'ফোকলোর' শব্দটি বিশেষ অর্থের দ্যোতক হয়ে ওঠে, যার মধ্যে মূলত ঐতিহ্যানুসারী লোকায়ত সমাজের জনসমষ্টির জীবনচর্চা ও মানসচর্চার সামগ্রিক কৃতী অন্তর্ভুক্ত হয়।[১৩]

ফোকলোরের প্রতিশব্দ–সমস্যার সমাধানে ফোকলোরের বিষয়গত ও ভাবানুষঙ্গগত তাৎপর্য ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, জাতীয় ঐতিহ্য, স্বীয় ভাষার সহজ সজীবতা, লোক প্রচলনগত ব্যবহারিক সিদ্ধি, সর্বজনস্বীকৃতি প্রভৃতি কষ্টিপাথরেই ফোকলোরের প্রতিশব্দ নির্মাণের সার্থকতা বিচার্য।

আচার্য ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ফোকলোরের ভারতীয় প্রতিশব্দ নির্মাণে সচেষ্ট হয়ে 'লোকযান' শব্দটি চয়ন করে বলেছেন–

'We never had a parallel word for the English expression 'folk-lore' in our Indian Ianguages....the word Loka-yana out of all, appears to be the suitable most for its parallelism with flok-loore.[১৪]

আচার্য সুনীতিকুমার–প্রবর্তিত 'লোকযান' শব্দটির বিরোধিতা করে চিত্তরঞ্জন ঘোষ বলেছেন যে, 'যান' শব্দ সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় তত্ত্ব ও অনুশাসনের অর্থ এবং ব্যক্তিসৃষ্টির ভাবানুষঙ্গ জাগাতে পারে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নিজেই মহাযান–হীনযান-বজ্রযান প্রভৃতি শব্দের অনুসরণে 'লোকযান' শব্দটি গঠন করেছেন এবং লোক সমাজের জীবনমার্গ বোঝাতেই শব্দটি গ্রহণ করেছেন।

বেদ বিশারদ ও পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ড. বাসুদেব শরণ আগরওয়ালা ফোকলোরের প্রতিশব্দ হিসেবে 'লোকবার্তা' শব্দটি চয়ন করেছেন। মধ্যযুগের সংস্কৃত হিন্দি ও বাংলা সাহিত্যের অনেক ক্ষেত্রে 'বার্তা' শব্দটি ধর্মকাহিনী বা ধর্মীয় মনীষীর জীবনবার্তা ও কার্যকলাপ বোঝাতে ব্যবহৃত হলেও 'বার্তা' শব্দ বিশেষ রূপে সংবাদ ও খবরের অর্থকেই নির্দেশ করে।

ফোকলোরের প্রতিশব্দ হিসেবে রমাপ্রসাদ চন্দ ব্যবহৃত 'লোকবিদ্যা' শব্দটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'লোর' এর প্রতিশব্দ হিসেবে শিক্ষা জ্ঞান বা বিদ্যা নির্ভুল। কিন্তু 'ফোকলোর' Learning of the Folk অর্থে ওই 'বিদ্যা' শব্দটি যে জ্ঞান মার্গের উৎকর্ষবাচক নয় বা বিদগ্ধজনের গ্রন্থগত বিদ্যা নয়, 'লোকবিদ্যা' শব্দের দ্বারা তা নির্দেশিত হয় না। তাই মনে হয় 'ফোকলোর'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'বিদ্যা'র অনুরূপ একটি ব্যাপক ও উৎকর্ষবাচক শব্দ ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়।

লোকাচার্য ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য 'ফোকলোর'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'লোকশ্রুতি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, 'লোকশ্রুতি' বলতে আমি ইংরাজি 'ফোকলোর' কথাটি বুঝিয়াছি। শ্রুতির মাধ্যমে যা সংরক্ষিত এই বিশেষ অর্থে 'লোকশ্রুতি' শব্দটি ব্যবহৃত হলে তা নিরক্ষর সমাজের মৌখিক ধারার লোকসাহিত্যকেই মূলত নির্দেশ করে। ড. ভট্টাচার্য লোকশ্রুতি বলতে ফোকলোরের বিস্তৃত বিষয় উল্লেখ করেছেন এবং ফোকলোরকে জাতীয় লোকসংস্কৃতির অভিধায় চিহ্নিত করেছেন। তবুও 'লোকশ্রুতি' শ্রুতিনির্ভর লোক সাহিত্যেরই সমগোত্রীয়।

ফোকলোরের প্রতিশব্দ হিসেবে 'লোক বাঙ্ময়' শব্দটি উল্লেখযোগ্য। এই শব্দটি উদ্ভাবন করেন ড. কেশরী নারায়ণ শুক্ল এবং তা সমর্থন করেন ড. ত্রিলোচন পাণ্ডে। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'বাঙ্ময়' শব্দের অর্থ বাক্‌কৃত শব্দাত্মক বা শব্দজাত বিষয়, যা একান্তভাবেই মৌখিক ভাষাশ্রয়ী। মৌখিক ভাষাশ্রয়ী লোকসাহিত্য বা Folk literature-এর নির্দেশক, যা ফোকলোরের একটি শাখা মাত্র। অনেকে 'ফোকলোর' বলতে ভ্রমবশত মৌখিক সাহিত্য বা লোকসাহিত্যকেই গ্রহণ করেন। মৌখিক ভাষায় লোকসাহিত্যের মধ্যে ফোকলোরকে আবদ্ধ করায় স্বভাবতই 'ফোকলোর' অভিধা সীমাবদ্ধ হয়, যা লোকসংস্কৃতি শাস্ত্রসম্মত নয় বলে আধুনিক লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানীগণ মনে করেন। এদিক থেকে লোকবাঙ্ময়, জনসাহিত্য, লোকসাহিত্য প্রভৃতি শব্দ একই অর্থের দ্যোতক, যা 'ফোকলোর'-এর আংশিক বিষয়কে নির্দেশ করে এবং পরিভাষা হিসেবে অতি সংকীর্ণতার দোষে আক্রান্ত।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ফোকলোরের প্রতিশব্দ হিসেবে 'লোকবিজ্ঞান' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ড. শহীদুল্লাহ এক স্থানে গাথা, উপকথা, ছড়া, পল্লীগান, প্রবাদ, হিয়ালী, পুনারকথা, লোকাচার, লোক সংস্কার, খেলাধুলা, রন্ধনপ্রণালী, হস্তশিল্প প্রভৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, যে সাহিত্যের কথা আমি এখানে বলেছি, সে হচ্ছে লোকবিজ্ঞান (Folk lore) আমি এখানে লোকবিজ্ঞানের প্রধান ১২টি শাখার উল্লেখমাত্র করলাম।

অন্যত্র ড. শহীদুল্লাহ লোকসংস্কার ও বিশ্বাসের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন– 'এগুলি Folk lore বা লোক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। ইউরোপ ও আমেরিকায় Folklore Society দেশ-বিদেশের বিশ্বাস ও সংস্কার যত্ন করে সংগ্রহ করেছেন এবং করছেন। আমাদের এ দেশেও এর প্রয়োজন আছে।[১৫] প্রবীণ লোকসংস্কৃতি গবেষক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনও 'ফোকলোর'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'লোকবিজ্ঞান' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থে বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশেষ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা যা মৌল তাৎপর্যে উৎকর্ষবাচক শব্দ। ফোকলোরের বৈকাষিক লক্ষণসমূহ 'লোকবিজ্ঞান' শব্দে অনুপস্থিত। লোক ঔষধ, লোক রাসায়ন, লৌকিক আবহাওয়া বিদ্যা, লৌকিক কৃষিশাস্ত্র, লোক চিকিৎসা প্রভৃতি ফোকলোরের অন্যতম বিষয়। লোকসংস্কৃতি শাস্ত্রে যা লোকবিজ্ঞান রূপে পরিগণিত হয় সত্য। কিন্তু 'লোকবিজ্ঞান' শব্দের দ্বারা লোকসাহিত্য-লোকশিল্প-লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য-লোকসংস্কার-লোকাচার, লোকধর্ম-লোকউৎসব প্রভৃতি বিষয়সমূহ নির্দেশিত হয় না। তাই 'লোকবিজ্ঞান' শব্দ যে ফোকলোরের স্বরূপকে পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটন করে না। সহজেই প্রতীয়মান হয়। লোকজীবনের ও ফোকলারের বৈজ্ঞানিক অনুশীলন লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান হতে পারে কিন্তু ফোকলোরের সামগ্রিক উপাদান-উপকরণসমূহকে কোনোক্রমেই বিজ্ঞান বলা যায় না। এদিক থেকে 'লোকবিজ্ঞান' যে ফোকলোরের সার্থক প্রতিশব্দ নয়, তা বলাইবাহুল্য।

ড. সুকুমার সেন প্রবর্তিত ফোকলোর প্রতিশব্দ 'লোকচর্যা'। 'চর্যা' শব্দের অর্থ আচার-অনুষ্ঠান। 'লোকচর্যা' শব্দটির দ্বারা বিশেষরূপে লৌকিক আচার-আচরণ ও ধর্মানুষ্ঠানই নির্দিষ্ট হয়, সামগ্রিকভাবে লৌকিক জীবনচর্যা নির্দেশিত হয় না। এদিক থেকে 'লোকচর্যা' শব্দটি ফোকলোরের সামগ্রিক অর্থ প্রকাশ করে না এবং ফোকলোর অর্থে 'লোকচর্যা' নিঃসন্দেহে অব্যাপ্ত প্রতিশব্দ।

'ফোকলোর' অর্থে 'লোকবৃত্ত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত। লোককে বৃত্ত করে যে জ্ঞান, তাকেই শ্রী সেনগুপ্ত 'লোকবৃত্ত' বলেছেন। লোকবৃত্ত কোন্ অর্থে লোকজীবনের সমুদয় বিষয়কে নির্দেশ করে তা লেখক উল্লেখ করেননি। তাছাড়া, লোককে বৃত্ত ক'রে যে জ্ঞান, ব্যাকরণের নিয়মে তা 'লোকজ্ঞান' হওয়া বিধেয়। এদিক থেকে 'লোকবৃত্ত' একটি অস্পষ্ট ধারণা আভাসিত করে। 'বৃত্ত' শব্দটি তাই কোনোক্রমেই ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'লোর' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বিবেচিত হতে পরে না এবং 'লোকবৃত্ত' শব্দটি সর্বদিক থেকেই ফোকলোর অভিধার প্রকৃত তাৎপর্যর সন্নিকটস্থ হতে অসমর্থ।

ফোকলোরের প্রতিশব্দ হিসেবে 'লোকায়ন' শব্দটি চয়ন করেছেন শ্রী অরুণ রায়। 'জ্ঞান' অর্থে 'অয়ন' প্রয়োগ করায় লোরের অর্থ হয়তো নির্দেশিত হয়, কিন্তু ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে 'অয়ন' শব্দের অর্থ– গমন, গতি, পথ, মার্গ, আশ্রয়, শাস্ত্র প্রভৃতি যা লেখক অভিপ্সীত 'জ্ঞান'-এর অভিধা নয়। সর্বোপরি লোক-প্রচলনের ধারায় 'অয়ন' শব্দের পথ-নির্দেশক 'অয়ন' শব্দের পথ-নির্দেশক যে অর্থ প্রবণতা বিদ্যমান, তাও বিস্মৃত হওয়া যায় না। এদিক থেকে লোক+ আয়ন=লোকায়ন অর্থে জনসাধারণের পথ বা লোকপথ অভিধায় Folkwyas-এর সার্থক প্রতিশব্দরূপে 'লোকায়ন' হয়তো বিবেচিত হতে পারে, ফোকলোরের প্রতিশব্দ হিসেবে নিশ্চয়ই নয়।

'ফোকলোর' অর্থে ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক পূর্বে 'লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি' শব্দ ব্যবহার করেছেন। সম্প্রতি তিনি সম্ভবত নিজ মত পরিবর্তন করে ফোকলোরের প্রতিশব্দ হিসেবে 'লোকচারণা' শব্দটি নির্বাচন করেছেন। লেখক-নির্দেশিত এই অর্থ লোকচারণার লোকবিদ্যা বা লোকশাস্ত্র অনুশীলনের অর্থকে দ্যোতিত করে যা study of Folklore বা Folkloristics-এর সমগোত্রীয় শব্দ কিন্তু ফোকলোরের প্রতিশব্দ নয়।

ফোকলোরের প্রতিশব্দ হিসেবে 'লোকঐতিহ্য' শব্দটি ব্যবহার করেছেন ড. আনোয়ারুল করীম। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের বিশিষ্ট গবেষক আবদুল হাফিজ Folklore শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'লোকঐতিহ্য' শব্দটি ব্যবহার করেন। 'ঐতিহ্য' কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পরম্পরাগত উপদেশ। পুরুষানুক্রমে অর্জিত জ্ঞান বা বিষয় অর্থেই সাধারণত ঐতিহ্য কথাটি ব্যবহৃত হয়, যা বহুলাংশে ইংরেজি Tradition শব্দের প্রতিরূপ। ঐতিহ্য শব্দটির সঙ্গে কালের বিশেষ যৌগ আছে, যা অতীতের দিকে সম্প্রসারিত। ফোকলোর মূলত ঐতিহ্যাশ্রয়ী বা পরম্পরাগত বিষয় হলেও কেবলমাত্র অতীতনির্ভর নয়। জনপ্রিয় পুরাতনী অর্থে লোকঐতিহ্য শব্দটি সার্থক হলেও ফোকলোরের প্রতিশব্দ হিসেবে লোকঐতিহ্যকে গ্রহণ করা যায় না। কারণ আধুনিক লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানীগণ লোকসংস্কৃতিতে কেবলমাত্র অতীত সংশ্লিষ্ট ঐতিহ্যময় বিষয় হিসেবে গণ্য করে না; সমকালের প্রতিরূপ হিসেবে মনে করেন।[১৩]

'লোকসংস্কৃতি' শব্দটি সাধারণভাবে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত থাকলেও ফোকলোরের প্রতিশব্দ হিসেবে তার বিশিষ্ট প্রয়োগ করেছেন সম্ভবত ড. কৃষ্ণদেব উপধ্যায়। ড. বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া, ড. দুলাল চৌধুরী, ড. মুহম্মদ আবদুল খালেক, ড. বরুণ কুমার চক্রবর্ত্তী, ড. আশরাফ সিদ্দিকীও ফোকলোর অর্থে লোকসংস্কৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। আমরা যদি লোকসংস্কৃতি শব্দটির প্রায়োগিক দিক বিবেচনা করি তাহলে দেখবো অনেক পণ্ডিত মনীষী স্বতঃ প্রণোদিতভাবে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে ফোকলোরের প্রতিশব্দ হিসেবে লোকসংস্কৃতি শব্দটি ব্যবহার করেছেন– করছেন, কারণ ফোকলোরের প্রতিশব্দ হিসেবে যে লোকসংস্কৃতি শব্দটি অত্যন্ত যুঁতসই, যুক্তিসঙ্গত যুক্তিযুক্ত; কাজেই তার প্রয়োগ স্বতঃস্ফূর্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক। 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটির মধ্যে সমগ্র মানবসমাজের অন্তর্গত বিশেষ এক এক জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচয় বিধৃত হয়ে থাকে– যাকে আমরা সেই সেই জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক দর্পণ বলে অভিহিত করতে পারি। 'লোকসংস্কৃতি' জীবন্ত মানুষেরই সৃষ্টি। যে মানুষ একই প্রবৃত্তি, একই ভৌতিক বা অধিভৌতিক বিশ্বাস-দুঃখ এবং আনন্দে বিতাড়িত হয়ে যুগ যুগ ধরে দেশে-দেশান্তরে বসবাস করছে।[১৭]

ফোকলোরের প্রতিশব্দ হিসেবে 'লোকসংস্কৃতি শব্দটি গ্রহণ করার আরো অনেক যুক্তিগ্রাহ্য কারণ আছে। ইংরেজি culture শব্দটির অক্ষরিক প্রতিশব্দ দাঁড়ায় কৃষ্টি, সভ্যতা, ভদ্রতা, চর্চা, গবেষণা এ রকম কিছু অর্থজ্ঞাপক শব্দ। অপরদিকে বাঙলা ভাষায় সংস্কৃতি শব্দটির ব্যাপক অর্থ গ্রাহ্যতা রয়েছে জীবন-যাপনের, জীবন রোধের, জীবনাচরণের, মানবানুভূতি, মানবপ্রেম, কর্মপ্রেরণা, জীবনাচার, জীবনযুদ্ধ, দারিদ্র্য, আরাধনা, প্রার্থনা, পার্থিব, অপার্থিব-ভাবনা-চিন্তা অর্থাৎ জীবন সংগ্রামের যাবতীয় রূপ-রস-গন্ধ, জীবন সংগ্রামের সর্বমোট পরিচয়ই হচ্ছে সংস্কৃতি।

লোকসংস্কৃতি শব্দটি অত্যন্ত শ্রুতিমধুর এবং বোঝার ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য। ইংরেজি Folklore এবং Folk-culture, দু'টি শব্দেরই প্রতিশব্দরূপে আমরা লোকসংস্কৃতি শব্দটি দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করতে পারি। ফোকলোরকে ইংরেজিতে বলা হয় 'pulse of the people' অর্থাৎ জনগণের নাড়ির স্পন্দন। ফোকলোর লোকসংস্কৃতির অঙ্গ নয় বরং ফোকলোরই লোকসংস্কৃতি এবং লোকসংস্কৃতিই ফোকলোর।[১৮] তুষার চট্টোপাধ্যায়

বলেছেন,–কালচারের প্রতিশব্দ সংস্কৃতি ব্যুৎপত্তিগত অর্থে অনুশীলন বা পরিমার্জনার দ্বারা অর্জিত সম্পদ হিসেবে সাধারণত গণ্য করা হয়। সেদিক থেকে লোকায়ত জীবনসম্ভূত মার্জিত অমার্জিত বিষয়ের সমাহারে সংগঠিত ফোকলোর লোকসংস্কৃতির মূল চারিত্র্য বৈশিষ্ট্যকে সূচিত করে না। আধুনিক লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানীগণ ফোক কালচারকে ফোকলোরের অন্তর্গত বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেন। এদিক থেকে লোকসংস্কৃতি শব্দটি ফোক কালচারের সার্থক প্রতিশব্দ হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্য হলেও ফোকলোরের প্রতিশব্দ হিসাবে পরিগণিত হতে পারে না।[১৯]

ফোকলোরের প্রতিশব্দ নির্ণয়ে অগ্রসর হয়ে ড. মযহারুল ইসলাম 'লোকলোর' শব্দটি উদ্ভাবন করেছেন। বাংলা 'লোক' ও ইংরেজি 'লোর' শব্দ সমবায়ে 'লোকলোর' শব্দটি গঠিত। অবশ্য এখানে একটি কথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে, লোক প্রচলনের স্বাভাবিক পথে দেশি-বিদেশি শব্দের সংমিশ্রণে শব্দ বিশেষের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ আর ব্যক্তিবিশেষের অভিপ্রায় অনুসারে মিশ্র শব্দের উদ্ভাবন সমগোত্রীয় নয়। প্রসঙ্গত আমরা ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুগামী হয়ে বলতে পারি, 'বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে লোকলোর কোনোক্রমেই গ্রহণীয় হতে পারে না।

ফোকলোরের প্রতিশব্দ হিসেবে 'লোকলোর' শব্দের প্রয়োগগত অসার্থকতার কথা ভেবেই সম্ভবত শব্দটির উদ্‌ভাবক ড. ইসলামকে শব্দটি পরিত্যাগ করে অন্যতর শব্দের অনুসন্ধানী হতে হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অনেকে যুক্তিনির্ভর বলিষ্ঠতায় অলোচনায় অগ্রসর না হয়ে প্রতিশব্দ নির্বাচনের জটিল বিতর্ক এড়ানোর পলায়নী মনোভাব থেকে 'ফোকলোর' শব্দটিকে আবিকৃতরূপে গ্রহণের প্রস্তাব দেন।

ফোকলোরের সার্থকতম প্রতিশব্দ–নির্মাণের অগ্রসর হয়ে সাধনায় 'লোককৃতি' শব্দটি ব্যবহারের প্রস্তাব দেন ডক্টর তুষার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মতে, ফোকলোর বলতে বিশেষভাবে সমাজের লৌকিক স্তরের–শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্য, আচার-বিশ্বাস, ক্রিয়া-কলাপ, ধর্ম, উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি বোঝায়। প্রকৃতপক্ষে লোকায়ত সমাজের জীবনচর্যা ও মানসচর্চার সামগ্রিক কৃতিই ফোকলোর বা লোককৃতি।[২০] ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়-এর লোককৃতি শব্দটিকে ড. হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়, ড. অসীত কুমার বন্দোপাধ্যায়, ড. ভবতোষ দত্ত, ড. ক্ষুদিরাম দাস, অধ্যাপক গোপাল হালদার, ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য, ড. অজিত কুমার ঘোষ, ড. অমলেন্দু বসুসহ অনেকেই অনুমোদন করেছেন এবং ব্যবহার করেছেন। ড. মযহারুল ইসলাম বলেছেন, ফোকলোরের প্রতিশব্দ হিসেবে লোককৃতি শব্দটির যথার্থ, গ্রহণযোগ্যতা এবং সার্থকতা সম্পর্কে আমাদের মনে সংশয় থাকতে পারে, কিন্তু শব্দটি জনাব সামীয়ুল ইসলাম ও আমাদের অনেকেরই বহু আগে ডক্টর চট্টোপাধ্যায় চয়ন ও প্রয়োগ করেছেন, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁর এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং অন্যান্য প্রতিশব্দের সঙ্গে এই শব্দটির গুরুত্ব নিশ্চয়ই বিশ্লেষণের ও বিচার-বিবেচনার দাবি রাখে। আমি নিজেও বর্তমানে লোককৃত ও লোকায়ন শব্দদ্বয় সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করছি এবং সুযোগমত এ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত মতামত যুক্তিসহ তুলে ধরতে আশা পোষণ করি।[২১] ড. মযহারুল ইসলামের বক্তব্যের সূত্রে এ তথ্য সুপ্রমাণিত হয় যে, লোককৃতি

শব্দটি প্রথম চয়ন ও প্রয়োগের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে বর্তমান লেখকের এবং ফোকলোরের প্রতিশব্দ নির্মাণের ক্ষেত্রে এই লোককৃতি শব্দটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

উল্লিখিত প্রতিশব্দের মধ্যে 'লোকসংস্কৃতি' প্রসঙ্গে বিশিষ্ট লোক বিজ্ঞানী ড. মযহারুল ইসলাম যদিও দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেন যে, লোকসংস্কৃতি ও ফোকলোর এক নয়।[২২] কিন্তু লক্ষণীয় যে, ফোকলোর-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটিই বেশি প্রচলিত হয়েছে। আমরা Folk-এর লোক এবং Lore-এর সংস্কৃতি সন্ধি করে Folklore-এর প্রতিশব্দ 'লোকসংস্কৃতি' গ্রহণ করতে পারি এবং এতে বোধগম্যতারও কোনো ব্যত্যয় দেখি না। ব্যাপক অর্থদ্যোতনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলায় 'লোককৃতি' শব্দ অধিক গ্রহণযোগ্য। এতদসত্ত্বেও আমরা ইংরেজি Folklore শব্দটি বাংলায় আত্মীকরণের প্রয়াসে ফোকলোর হিসেবেই সম্বোধন করব।

১.৪ ফোকলোরের শ্রেণিকরণ

ড. মযহারুল ইসলাম গঠন প্রকৃতি, মেজাজ ও চারিত্র অনুসারে ফোকলোরকে 'material Folklore ও Formalised Folklore এ বিভক্ত করে উভয় বিভাগের অনেকগুলো উপবিভাগ চিহ্নিত করেছেন। সেসব উপরিভাগকে তিনি পুনরায় ছয়টি সুসংহত গুচ্ছে বিন্যস্ত করেছেন–

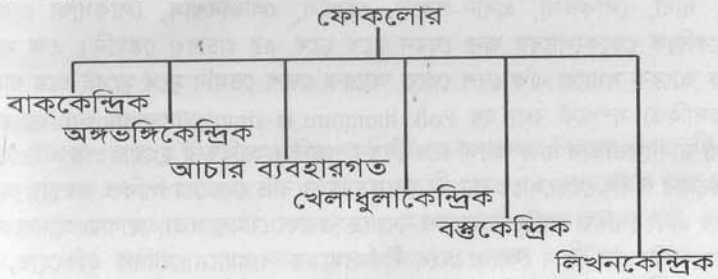

ড. ইসলাম লোকসাহিত্যকে Formalised Folklore-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ড. ওয়াকিল আহমদকৃত ফোকলোরের শ্রেণিকরণ হচ্ছে–

১. বাগাশ্রিত লোককলা : লোকসঙ্গীত, লোককাহিনী গাথা, ছড়া, ধাঁধা, মন্ত্র, প্রবাদ;
২. বস্তুগত লোককলা : চারুকলা ও লোকশিল্প;
৩. প্রদর্শন লোককলা : লোকনাট্য, লোকনৃত্য, লোকক্রীড়া, লোকভঙ্গিমা, মূকাভিনয়।

ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী নিম্নলিখিতভাবে ফোকলোরকে শ্রেণিবিন্যাস করেছেন–

১. লোকাচার (Folk customs)
২. লোক বিশ্বাস (Folk Belief)
৩. লোক উৎসব (Folk Festivals)
৪. লোকশিল্প (Folk Art)

৫. লোকনৃত্য (Folk Dance)
৬. লোকধর্ম (Folk Religions)
৭. লোক সংস্কার (Folk Superstitions)
৮. লোকসাহিত্য (Folk Literaturc)

ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় ফোকলোরকে কিছুটা ভিন্নভাবে বিভক্ত করেছেন–**১. দৈহিক ক্রিয়াধর্মী :** ক্রীড়া, অভিনয়, ইঙ্গিত, নৃত্য অনুষ্ঠান। **২. শিল্পধর্মী :** কারুকর্ম/চারুশিল্প, গৃহস্থ্যপত্য–আসবাবপত্র, পোশাক, যানবাহন, ব্যবহারিক উপকরণ। **৩. বাক্‌ধর্মী :** ভাষা, লোককথা, প্রবাদ, ছড়া, গীত, গাথা, ধাঁধা। **৪। প্রয়োগধর্মী :** মন্ত্রগুপ্তি, ঝাড়ফুঁক, চিকিৎসা/ঔষধপথ্য, তাবিজ/কবচ। **৫. বিশ্বাস অনুষ্ঠান-ধর্মী :** জাদু-ক্রিয়াচার পাল-পার্বণ-সংস্কার পূজানুষ্ঠান উৎসব, মেলা।

উপর্যুক্ত সব শ্রেণিকরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সকল লোককলাবিদই লোকসাহিত্যকে ফোকলোর-এর একটি বিশিষ্ট শাখা হিসেবে নির্দেশ করেছেন। বস্তুতঃ ফোকলোরের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যই সর্বাত্মকভাবে লোকসাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়েছে।

ক. বাক্‌কেন্দ্রিক ফোকলোর

লোকসাহিত্যের সব ধরনের উপাদান এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। যেমন : লোকসঙ্গীত, ছড়া, ধাঁধা, লোককথা, প্রবাদ-প্রবচন, হেঁয়ালি, লোকবিশ্বাস, লোকগাথা প্রভৃতি। বাককেন্দ্রিক ফোকলোরের জন্ম যেমন মুখে মুখে এর প্রচারও তেমনি। এক সমাজ থেকে আরেক সমাজে এক দেশ থেকে আরেক দেশে তেমনি মুখে মুখেই হয়ে থাকে। লোকসাহিত্য সম্পর্কে বলা হয় Folk literature is simply literature transmitted অবশ্য মানবসভ্যতার ক্রম অগ্রগতিতে লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার হওয়ার পর এই শ্রেণীর ফোকলোর অর্থাৎ যেগুলোকে আমরা লোকসাহিত্য বলি সেগুলো লিখিত অবস্থায় আবদ্ধ হয়েছে এবং লিখিত সাহিত্যে প্রবেশ করেছে একথা যেমন সত্য, আবার অনেক সময় লিখিত সাহিত্যের কোন কোনো অংশ দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে মৌখিক ঐতিহ্যের মধ্যে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে লোকসাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে একথাও তেমনি সত্য।

খ. অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক ফোকলোর

বিশেষ বিশেষ অঙ্গ-ভঙ্গির সাহায্যে এগুলোর সৃষ্টি। যেমন ঃ লোকনৃত্য, লোকভঙ্গি, লোকসার্কাস প্রভৃতি। এগুলোর সৃষ্টি মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে নয়, বংশ পরম্পরায় এগুলো দেখে দেখে অনুকরণের মাধ্যমে প্রচারিত ও প্রচলিত হয়।[২৩]

গ. আচার ব্যবহারগত ফোকলোর

ফোকলোর-এর অনেক উপাদান সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ বিশেষ আচার-ব্যবহার থেকে, পূজা-পার্বণ থেকে বা সংস্কারমূলক কার্যকলাপ থেকে। এই পর্যায়ের ফোকলোর-এর মধ্যে লোকাচার, লোকসংস্কার, লোকউৎসব, লোক চিকিৎসা, লোকবিজ্ঞান, লোকমেলা, গাছে গাছে বিয়ে দেয়া, লোক পার্বণ, লোকপূজো ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

লোক-সংস্কারের একটি বিরাট অংশ লোকবিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু এমন অনেক বিশ্বাস আছে যেগুলো শুধু মনে-প্রাণে বিশ্বাসই করা হয় না, সেই বিশ্বাস অনুযায়ী আচরণও করা হয়। এগুলোকে আচার ব্যবহারগত ফোকলোর-এর অন্তর্ভুক্ত করা চলে। এই জাতীয় ফোকলোর মূলত অনুকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় প্রচার লাভ করে। তবে এর একটি বিরাট অংশ প্রচার লাভ করে মৌলিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে– লোকেরা বংশ পরম্পরায় শুনে শুনে তা পালন করতে শেখে।

ঘ. খেলাধুলাকেন্দ্রিক ফোকলোর

নিরক্ষর জনসাধারণ নিজেদের শরীরচর্চার জন্য এবং সর্বোপরি আনন্দ বিনোদনের জন্য বহু খেলাধুলা, ব্যায়াম প্রতিযোগিতার জন্ম দিয়েছে। এগুলো কিছুসংখ্যক হয়তো অঙ্গভঙ্গকেন্দ্রিক, কিন্তু অঙ্গভঙ্গি ছাড়াও এসব খেলার কিছু নিয়ম-কানুন আছে যা যুগ যুগ ধরে মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে আসছে। যেমন : হা-ডু-ডু, নোন্‌তা, ডাংগুলি, কানামাছি, নৌকাবাইচ, লাঠিখেলা, বাঁশের লড়াই প্রভৃতি। তবে অনেক সময় মুখে মুখে শুনেও খেলা শিখতে দেখা যায়। বংশ পরম্পরায় খেলাধুলাগুলো যেমন দেখে শেখে তেমনি শুনেও শেখে–এবং এভাবেই প্রাচীনকাল থেকে খেলাধুলাসমূহ জীবিত রয়েছে।

ঙ. বস্তুকেন্দ্রিক ফোকলোর

পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে নিরক্ষর কারিগর বা শিল্পী যে সমস্ত বস্তু উদ্ভাবন এবং সৃষ্টি করে এবং সেই বস্তু যখন সমগ্র সমাজের ও দেশের সামগ্রী হয়ে ওঠে সেগুলোকে বস্তুকেন্দ্রিক ফোকলোর বলা চলে। বস্তুধর্মী ফোকলোরের মধ্যে পড়ে খড়ের ঘর. বেড়া, লাঙল, জোয়াল, মই, ইটামুগুর। মাছ ধরার সাজ-সরঞ্জাম, যেমন : ধিয়ার, বুচনা, পলো প্রভৃতি। লোকযান বাহন যেমন : গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মহিষের গাড়ি। তাছাড়া লোকশিল্প অর্থাৎ Folk art and Crafts-এর সামগ্রিক আবেদন বস্তুকে কেন্দ্র করে প্রতিভাত হয় বলে এগুলোকে বস্তুকেন্দ্রিক ফোকলোর বলা চলে, যদিও এ পর্যায়ের মধ্যে অঙ্কন শিল্পগুলোকে বস্তুকেন্দ্রিক না বলে শিল্প বা সাহিত্যকেন্দ্রিক ফোকলোর বলা যেতে পারে। যেমন : একটি মাটির পাত্রে যখন একজন গ্রাম্য শিল্পী ছবি আঁকে তখন সেই ছবির যেমন একটি আবেদন অনুভব করা যায়, তেমনি পাত্রটিকে ছবি থেকে বিচ্ছিন্ন করাও অসম্ভব। আবেদনটুকু সাহিত্য পর্যায়ের বাকিটুকু বস্তুমাত্র। আবেদনটুকু ভাবগত পর্যায়ের কেননা তা আমাদের বস্তুর অতীত সৌন্দর্যের জগতে একটি অতীন্দ্রিয়লোকে নিয়ে যায়। অনুরূপভাবে নকশি কাঁথা, বাঁশের ফুলদানি, নকশা করা টুপি প্রভৃতি বহু জিনিসের নাম করা যেতে পারে। নকশা ছাড়াও গ্রাম্য বা অশিক্ষিত মানুষ এমন অনেক জিনিসপত্র তৈরি করে যেগুলোকে আমরা কুটির শিল্পের অন্তর্গত বলে মনে করি সেগুলোও বস্তুকেন্দ্রিক ফোকলোর হিসেবে বিচার্য।

চ. লিখনকেন্দ্রিক ফোকলোর

ফোকলোর-এর সৃষ্টিতে কখনো কখনো লিখন পদ্ধতি বা পুঁথিগত বিদ্যার প্রভাব পড়ে, যেমন : লোককথা, প্রবাদ, হেঁয়ালি বা ছড়ার কথাই ধরা যাক। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানব সভ্যতা যখন লিখন পদ্ধতি এবং পুঁথিগত শিক্ষার আলোকে প্রবেশ করেছে, সেক্ষেত্রে মৌখিক ঐতিহ্যের অনেক কিছুই লিখিত ঐতিহ্যে প্রবেশ করেছে, এমন কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। রামায়ণ-মহাভারতের অনেক কাহিনী মৌখিক ঐতিহ্য থেকে নেয়া হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, বেতাল পঞ্চবিংশতি, শুকসপ্ততি, জাতক প্রভৃতি লিখিত সাহিত্যে প্রাচীন ভারতীয় মৌখিক লোকসাহিত্যের ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান। এ সব গ্রন্থ রচয়িতাগণ নিজেরা অনেক কাহিনী উদ্ভাবন ও সৃষ্টি করেছেন, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের সৃষ্টির পশ্চাতে সজ্ঞানে যেমন তাঁরা তাঁদের প্রাক্তন মৌখিক সাহিত্য তথা লোকসাহিত্যের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন, তেমনি তাঁদের অজ্ঞাতেও পূর্ববর্তী মৌখিক সাহিত্যের শক্তিশালী ধারা তাঁদের মনকে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। আবার অন্যদিকে মৌখিক ঐতিহ্য থেকে যে সমস্ত সাহিত্য সাহিত্যের উপাদান লিখিত সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করেছিল, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সেই সমস্ত লিখিত সাহিত্য পরবর্তীকালে মৌখিক সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এসব আলোচনা থেকে আমাদের কাছে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লোকসাহিত্য যেমন লিখিত সাহিত্যের কাছে ঋণী, লিখিত সাহিত্যও তেমনি লোকসাহিত্যের কাছে বহুলাংশে ঋণী।[২৫] এছাড়া ফোকলোরের কিছু কিছু অংশ আছে যার জন্মই লিখন পদ্ধতিভিত্তিক। যেমন : লোক-কবিতা, এপিটাফ বা কবরগাত্রে লিখিত কবিতা, লেট্রিনালিয়া বা পাবলিক পায়খানার প্রাচীর গাত্রে লিখিত কবিতা, চেইন লেটারস, রুমাল বা কাঁথার সেলাইয়ে লিখিত কবিতা ইত্যাদি।

১.৫ ফোকলোরের উপাদান

ফোকলোর মানব সমাজের ঐতিহ্যের প্রতীক। প্রেম-প্রীতি, দুঃখ-বেদনা, হাসি-কান্না, সত্য-মিথ্যা, জনমানুষের সংগ্রামশীলতা ও সর্ববিধ মানবীয় কর্মকাণ্ড ফোকলোরের বিষয়বস্তু। কবি চণ্ডীদাস যেমন বলেছেন-'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই,-এ সত্য আজ সমগ্র বিশ্বে ফোকলোরের মর্মবাণী রূপে স্বীকৃত। ফোকলোরের সব উপাদানই মানবতাবাদী সত্যকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। আমাদের অজ্ঞাত লোক কবি গেয়েছেন-

নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ।
জগত-ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।

মানুষের চেহারায়, চলনে-বলনে, আকৃতি ও প্রকৃতিতে নানা রকম ভিন্নতা সত্ত্বেও মানুষ যে এক জাত একই উৎস থেকে সৃষ্ট- নৃতত্ত্বের এই বিজ্ঞাননিষ্ঠ সত্যকে কবি তার কাব্যিক ব্যঞ্জনায় মানবিক সংবেদনশীলতায় প্রকাশ করেছেন। আমাদের ফোকলোরের অন্যতম উপাদান ময়মনসিংহ গীতিকার, কাজলরেখা, মহুয়া, মলুয়া ও

অন্যান্য কাহিনীতে আমরা যেমন পাই সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব-এসব কাহিনীতে শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হয়-অর্থাৎ সত্যের জয় এবং অসত্যের পরাজয়ই ফোকলোরের মূলমন্ত্র।

সমগ্র বাঙলা ফোকলোরের উপাদানে ভরপুর। আজকাল চলচ্চিত্রে এবং বিভিন্ন নাট্যাভিনয়ে কাল্পনিকভাবে ফোকলোরের উপাদানসমৃদ্ধ আবহ সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যেমন-একটি চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে, গায়ের রং ঈষৎ কালো রোগাটে চেহারার মধ্যবয়স্ক একটি লোক-পেশায় মাঝি-মাঝ নদীতে একটা ছোট আকারের নৌকা নিয়ে ভাটিয়ালি সুরে আঞ্চলিক ভাষায় গান গাইতে বৈঠা বাচ্ছেন। এই কাল্পনিক দৃশ্যপট চলচ্চিত্রের একটি ছোট সিকোয়েন্স হিসেবে ধরা হয়েছে। বাংলার ফোকলোরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষিক উপাদান ভাটিয়ালি গানকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে এই কাল্পনিক চালচিত্রের মাধ্যমে। এছাড়া চলচ্চিত্রের মতোই জনপ্রিয় বিজ্ঞাপন মাধ্যমেও ব্যবহার করা হচ্ছে ফোকলোরের বিভিন্ন উপাদান। আমাদের ফোকলোর স্বয়ং একটি বিপুল রত্নভাণ্ডার। এর মধ্যে নিহিত যে অভ্যন্তরীণ শক্তি ও প্রেরণার ডালি আছে তা বিশ্বের সামনে তুলে ধরার চেষ্টাই হবে আপনার মহৎ কর্মের একটি।

ফোকলোরের পরিচয় নিহিত তার 'লোক' কথাটির মধ্যে। 'লোক' একটি পারিভাষিক শব্দ। যার বিশ্লেষণ আমরা ইতোপূর্বে করেছি। সাধারণভাবে লোক বলতে অশিক্ষিত, অজ্ঞ, গ্রাম্য, প্রাকৃতজন অর্থাৎ একটা অবজ্ঞা-জ্ঞাপক অর্থ আরোপিত হলেও লোকের রয়েছে জ্ঞান-গরিমা, সমাজ-সংঘ, লোকই বৃহৎ সমাজের প্রতিভূ। কোনো সংহত জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের উপর 'লোক' অভিধাটি প্রযুক্ত এবং সমাজ কাঠামো বিনির্মাণে মহৎ অবদানের ভাগিদার তারাই। ফোকলোরের উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করলে এবং মর্ম উপলব্ধি আমাদের কাছে সহজতর হবে।

ফোকলোর-এর উপাদানকে আমরা প্রধানত চারভাগে বিভাজন করতে পারি। যেমন- ক. আবাস ও গৃহপোকরণ, গৃহনির্মাণ, খাদ্য উৎপাদনের জন্য কৃষি-উপকরণ, খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশনের উপকরণ, পোশাক-আশাক, দৈনন্দিন অনুষ্ঠান, লোক-চিকিৎসার ওষুধ-পথ্য। খ. সামাজিক অনুষ্ঠান, ব্যক্তিগত আদান-প্রদান, পারিবারিক আদান-প্রদান, যেমন বিয়ে একটি সামাজিক অনুষ্ঠান, বিয়ের অনুষ্ঠানে সর্বকালে, সর্বদেশে, সর্বস্থানে সর্ব সম্প্রদায়ের লোকাচার থাকবেই- এ লোকচারের সম্পূর্ণটাই ফোকলোরের আওতাধীন-গায়ে হলুদ থেকে শুরু করে শত প্রকার লোকাচার এবং বিয়ের গান ফোকলোরের সীমানার মধ্যে। উৎসবাদি-আখড়া, মজলিশ, মেলা এসবই সামাজিক সংহতি তৈরিও তা রক্ষার জন্য উদ্ভাসিত। গ. শিল্প ও বিনোদন বিভিন্ন রূপে এর প্রকাশ যেমন ভাষার সাহায্যে লোকসাহিত্য, রূপের সাহায্যে প্রকাশ চারুশিল্প, কারুশিল্প। এছাড়া রয়েছে ক্রীড়ামূলক বিনোদন অর্থাৎ আমাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত গ্রামীণ খেলাধুলা যেমন- নৌকাবাইচ, হা-ডু-ডু। গোল্লাছুট, কানামাছি, দাড়িয়াবান্ধা, ডাংগুলি, এক্কা-দোক্কা, কড়িখেলা, বাঘ-ছাগল খেলা, ইকড়ি মিকড়ি চামাচিকড়ি ইত্যাদি। ঘ. শেষোক্তটি বিশ্বাস ও তার ক্রিয়াকর্ম, যেমন মন্তরতন্তর, যাদু বিশ্বাসজনিত নানা অনুষ্ঠান বৃষ্টি নামানো, বানমারা, মাটিচালা, যা লোক সমাজের দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। মোট কথা ফোকলোর কোনো লোক সমাজের বা লোকগোষ্ঠীর চালিকাশক্তি।

ফোকলোরের উপাদান উদ্‌গত হয় সর্বদাই একটা নিয়ম-নীতি ও শৃঙ্খলা ধরে। একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম-রীতি ধরে তার আঙ্গিক গড়ে ওঠে ও পরিপুষ্ট হয়। কাল থেকে কালান্তরে, স্থান থেকে স্থানান্তরে জীবন সংগ্রাম তথা সামাজিক অভিজ্ঞতার নির্যাস থেকে নিয়ত ফোকলোরের উপাদান সুগঠিত হয় ও বিস্তার লাভ করে। ভ্লাদিমির জে প্রপ বলেছেন যে, ক্রিয়াশীলতাই ফোকলোরের মূল নিয়ন্ত্রক শক্তি। সি. লেভি-স্ট্রাস নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে পুরাকাহিনীর মটিফ-এর স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, আমরা সচরাচর যে ধারণা করে থাকি আদিম মানুষেরা বোকা ছিল, আসলে তা সঠিক নয়; বরং তারা যথেষ্ট সচেতন ও প্রাগ্রসর চিন্তার অধিকারী ছিল। তারা যেসব পুরাকাহিনী বা মিথ সৃষ্টি করেছে এসব পুরাকাহিনী বা মিথের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে তারা সর্বদাই একটা সত্যকেই আবিষ্কারের চেষ্টা করেছে।

ফোকলোর যে ক্রমাগত এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে, এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ করছে, তার মূল কারণ ফোকলোরের কার্যশীলতা। এক অঞ্চলের বা এক দেশের লোক-মানসের মধ্যে ফোকলোরের যেসব উপাদান দানাবেঁধে উঠছে ঠিক একই সময় অন্যান্য দেশ বা অঞ্চলের লোকমানসের মানস ভুবনেও প্রায় একই উপাদান দানা বেঁধে উঠছে। কেবল ভৌগলিক পরিবেশের কারণে অথবা প্রাচীন সভ্যতা এবং অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালের সভ্যতার লোকমানসে কিঞ্চিৎ তারতম্য ঘটে থাকে।

ফোকলোর জনগণের সম্পদ, যে জনগণ যেমন গ্রামের, তেমন শহরের, যেমন কৃষকের শ্রমিকের তেমনি সচিবের-অধ্যাপকের-ব্যবসায়ীর-রাজকর্মচারীর; তা যেমন অতীতের, তেমনি তা বর্তমানের। আর এই ফোকলোরের চেতনা ও তার উপাদানের সঙ্গে সম্পৃক্ত সাহিত্য, নৃতত্ত্ব, প্রত্ন-ভাষা আধুনিক ভাষা, মানব-বিদ্যা, জাতিতত্ত্ব, ইতিহাস, শিল্পকলা, চিকিৎসাসহ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার।

ড. মিল্টন বিশ্বাস
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।